রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৯ সনের ৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৯

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৩—১০৪
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৩—১৯২
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫—৫৬
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৩৭—১৪৪৮
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) ..... সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-২
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৭.০০.০০০০.০৮২.১৯.০০৩.১৮-৫৩৮—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফাহিমুল ইসলাম, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, তার ও দূরালাপনী, ঢাকা (পরিচিতি নং ২৫৬) গত ১৪-২-২০১৩ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারার অপরাধ যথাক্রমে "অসদাচরণ" (misconduct) ও "ডিজারসন" (desertion) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অর্থ বিভাগের প্রশাসন-২ অধিশাখার ২৪-১১-২০১৬ তারিখের ০৭.০৮২.০১৯.০৫.০০.১২০.২০১০.২৭১ স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফাহিমুল ইসলাম, প্রধান হিসাব-রক্ষণ কর্মকর্তা, তার ও দূরালাপনি, ঢাকা (পরিচিতি নং ২৫৬ উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর কোনো জবাব দাখিল করেননি। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলা তদন্তের জন্য জনাব মুন্সী আবদুল আহাদ, উপসচিব (বাজেট ও পরিকল্পনা অধিশাখা-১) অর্থ বিভাগকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্তে উল্লেখ করেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুসারে "অসদাচরণ" (misconduct) ও "ডিজারসন" (desertion) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার নথি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে জনাব মোহাম্মদ ফাহিমুল ইসলাম, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, তার ও দূরালাপনী, ঢাকা (পরিচিতি নং ২৫৬) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি)

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ধারার অপরাধ যথাক্রমে "অসদাচরণ" (misconduct) ও "ডিজারসন" (desertion) এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে সেহেতু একই বিধির ৪(৩) (ডি) মোতাবেক কেন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তি আরোপ করা হবে না তা জানার জন্য বিধি-৭ (৬) অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি সেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে "চাকুরী হতে বরখাস্ত করণের" (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(৭) মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ফাহিমুল ইসলাম, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তার ও দূরালাপনী, ঢাকা (পরিচিতি নং ২৫৬)-কে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (ডি) মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ ফাহিমুল ইসলাম, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তার ও দূরালাপনী, ঢাকা (পরিচিতি নং ২৫৬) কে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার তারিখ অর্থাৎ গত ১৪-০২-২০১৩ তারিখ হতে "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করণের গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফাহিমুল ইসলাম, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তার ও দূরালাপনী, ঢাকা (পরিচিতি নং ২৫৬) কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারায় যথাক্রমে অসদাচরণ (misconduct) ও "ডিজারসন" (desertion) এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় একই বিধিমালার-৪ এর (৩) (ডি) ধারা {বর্তমানে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪ উপ-বিধি ৩ (ঘ)} অনুযায়ী" "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) করা হলো।

এ আদেশ জনাব মোহাম্মদ ফাহিমুল ইসলাম, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তার ও দূরালাপনী, ঢাকা (পরিচিতি নং ২৫৬) এর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৪-০২-২০১৩ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুর রউফ তালুকদার
সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-২ (কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.৬৫.০১৯.১২-১১১২—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান জেলা ও দায়রা জজ আদালত, রংপুর এর স্পেশাল মামলা নং ৩১/২০০১ এর ৩০-১১-২০০৪ তারিখের ঘোষিত রায়ে দুর্নীতির দায়ে ০৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৬,৩৫,০০০ (ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬(ছয়) মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান রংপুর স্পেশাল জজ আদালতের ৩১/২০০১, তারিখ : ৩০-১১-২০০৪ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে ০৮-০২-২০১২ তারিখে ধৃত হয়ে কারাবরণ করেন;

যেহেতু, The Public Servent (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 এর ৩(১) ধারার বিধান অনুযায়ী তিনি সাজা প্রদানের তারিখ অর্থাৎ ৩০-১১-২০০৪ তারিখে বরখাস্ত (Dismissal) হয়েছেন মর্মে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে মতামত প্রদান করা হয়;

যেহেতু, এ বিভাগের ১৯-০৬-২০১২ তারিখে ০৮.০৩২.০১২.০০.০০.০১৯.২০১২-৩৯৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এর সহকারী কর কমিশনার পদে পদোন্নতির প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়; এবং The Public Servent (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 এর ৩(১) ধারা মোতাবেক তাকে তার সাজা প্রদানের তারিখ ৩০-১১-২০০৪ থেকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal) করা হয়।

যেহেতু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল আপিল মামলা নম্বর ২১৩৩/২০১২ এর ২৭-০৮-২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশে জনাব মোঃ আব্দুর রহমান-কে খালাস প্রদান করা হয়; এবং জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার (বরখাস্তকৃত), কর অঞ্চল সিলেট এর বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারকরণ, পদোন্নতি বহালকরণ জ্যেষ্ঠতা প্রদান ও যাবতীয় বেতন প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আইনগত প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় না মর্মে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়;

যেহেতু, মহামান্য আপীল বিভাগের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক দায়েরকৃত ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ৭০৮/২০১৪ (যা ফৌজদারী আপীল নং ২১৩৩/২০১২ হতে উদ্ভূত) মামলাটি শুনানীঅন্তে মহামান্য আপীল বিভাগ তামাদিজনিত কারণে 'Dismissed' মর্মে রায় প্রদান করে এবং মহামান্য আপীল বিভাগের গত ০৮-০৫-২০১৬ তারিখের রায়ের ফলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ বিশেষ জজ আদালত রংপুর কর্তৃক প্রদত্ত সাজা আদেশ রদ-রহিত করে অর্থাৎ খালাস প্রদান করে যে আদেশ দেন তা বহাল রইল মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশন হতে মতামত প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে এ মর্মে মতামত প্রদান করে যে, গণকর্মচারী (সাজা প্রাপ্তিতে বরখাস্ত) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, চাকরিতে পুনর্বহাল হইবেন, যদি না ইতোমধ্যে তিনি অবসর গ্রহণের বয়সে উপনীত হইয়া থাকেন অথবা সংশ্লিষ্ট পদ বা চাকরি বিলুপ্ত হইয়া থাকে;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ইতোমধ্যে ০১-০৯-২০১৬ তারিখে অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রান্ত করেছেন বিধায় (৫৯ বছর উত্তীর্ণ হওয়ায়) তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের কোনো সুযোগ নেই;

সেহেতু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল আপিল মামলা নম্বর ২১৩৩/২০১২ এর ২৭-০৮-২০১৪ তারিখের আদেশ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত, দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিবেদন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এর সহকারী কর কমিশনার পদে পদোন্নতির প্রজ্ঞাপন বাতিল সংক্রান্ত এ বিভাগের ১৯-০৬-২০১২ তারিখের ০৮.০৩২.০১২.০০.০০.০১৯.২০১২-৩৯৬ নম্বর প্রজ্ঞাপন এবং জনাব মোঃ আব্দুর রহমান-কে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal) সংক্রান্ত এ বিভাগের ২১-০৬-২০১২ তারিখের ০৮.০৩২.০১২. ০০.০০.০১৯.২০১২-৪১৪ নম্বর আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বরখাস্তকালীন সময়ের বকেয়া বেতন এবং অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৪ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪২.০০.০০০০.০৩১.২৪.২২২.১৭-৬৭৯—যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ এর জন্য স্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে ২৪টি ক্যাটাগরিতে ৪৮ (আটচল্লিশ) টি পদ সৃজনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নথি নং ৪২.০০.০০০০.০৩১.২৪.২২২.১৭-৫৭৭ অনুযায়ী নভেম্বর ২৯, ২০১৮ তারিখ সাপ্তাহিক বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গেজেটে (১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৭৫০) ক্রমিক নং ৪ এ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদের ৬ (ছয়টি) পদ সংখ্যার স্থলে ১ (এক) টি পদ সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে।

২। এক্ষণে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংযুক্ত দপ্তর যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ গেজেটে ৪নং ক্রমিকে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদের পদসংখ্যা ০১(এক) টি সংখ্যার স্থলে ০৬ (ছয়) টি পদসংখ্যা পড়তে হবে।

এম. শান-ই-আলম মিষ্টি
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বন শাখা-৩

তারিখ : ৬ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ২২.০০.০০০০.০৬৮.৯৯.০০১.২০১৮(খণ্ড-১).৪৮১—উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী বন সংরক্ষণ জনাব রাজেশ চাকমা ২০ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ সকাল ০৯·৫৫ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন। এ সংক্রান্ত শোকবার্তায় পরবর্তী গেজেট প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

শোকবার্তা

তারিখ, ৬ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী বন সংরক্ষক জনাব রাজেশ চাকমা ২০ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ সকাল ০৯·৫৫ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জনাব রাজেশ চাকমার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশপূর্বক তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

কোম্পানি-১ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ২৭ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৪.০০.০০০০.০০২.০০৩.০৪৪.০৮-১৬—মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং বিভাগীয় মামলার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা আপত্তিটি নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত হিসেবে বিবেচনার প্রেক্ষিতে বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব কবির হাসান [প্রাক্তন পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) বিটিসিএল, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে অত্র বিভাগের গত ২৭-০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ১৪.০০.০০০০.০০২.০০৩.০৪৪.০৮-৫২ নং স্মারকমূলে জারীকৃত বিভাগীয় মামলার দণ্ডাদেশটি নির্দেশক্রমে এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

জেসমীন আক্তার
উপসচিব।

আদেশ

তারিখ : ১৩ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৭ ডিসেম্ব ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০০৩.২০১১(অংশ-৩)-৫০২—যেহেতু, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ভূইয়া, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গত ১৩-০৬-২০১২ থেকে ১-১-২০১৭ খ্রিঃ সময়ে পরিচালক (টেলিকম), রংপুর বিটিসিএল এবং ২৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১-০১-২০১৭ খ্রিঃ সময়ে প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), রংপুর বিটিসিএল পদে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়কালে রংপুর স্টোর থেকে ক্যাবল গায়েব এবং রেস্ট হাউস এর আর্থিক বিশৃঙ্খলা বিষয়ে বিটিসিএল কর্তৃক ১২-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ১৪.৩৩.০০০০.০১৩.০৪.০১০.১৬-২৯ নং স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ১৫-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, তিনি রংপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর যথাযথ নিরাপত্তা বিধান করেননি এবং রংপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এলাকার ক্যাবল মেরামত এর লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সংগৃহীত ক্যাবল রংপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর স্টোরে রাখা হয়। এই ক্যাবলগুলো সংগ্রহকালীন হিসাব মোতাবেক মূল্য প্রায় ২০,০৭,৮৭৭ (বিশ লক্ষ সাত হাজার আট শত সাতাত্তর) টাকা এবং বর্তমান মূল্য প্রায় ৫৯,৫৩,৯১২ (উনষাট লক্ষ তিপান্ন হাজার নয় শত বার) টাকা। পরবর্তীতে স্টোর থেকে ক্যাবলগুলো চুরি হয়ে যায়;

যেহেতু, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঁইয়া ১৮-১০-২০১৬ তারিখে স্টোর পরিদর্শনকালে ক্যাবল খোয়া/চুরি যাওয়ার বিষয়টি উদঘাটিত হলেও দীর্ঘ দুই মাস পরেও খোয়া/চুরি যাওয়া ক্যাবলের বা মালামালের তালিকা তৈরি করেননি এবং এ বিষয়ে আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি; এবং

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ কর্তব্যে চরম অবহেলা, যা সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর শামিল।

যেহেতু, বিবেচ্য অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গত ০৩-০৭-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে জারীপূর্বক তাকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং যেহেতু জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঁইয়া অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে গত ২৫-০৭-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন; যেহেতু তার ব্যক্তিগত শুনানী গত ১২-০৯-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে গ্রহণ করা হয়; এবং যেহেতু তার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর প্রেক্ষিতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement)" দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; যেহেতু তাকে ০১-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং নোটিশ প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

যেহেতু, তার ২য় কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক গুরুদণ্ড অর্থাৎ "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement)" দণ্ড আরোপের নিমিত্ত গত ১২-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়; এবং যেহেতু বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (বিপিএসসি) ১৮-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৮০.১০১.০৩৪.০৭.১৪.০০৭.২০১৮.৩৭৮ নং স্মারকে বর্ণিত কর্মকর্তাকে "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement)" দণ্ড আরোপের বিষয়ে এ বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ভূইয়া, বিসিএস (টেলিকম) ক্যাডারের কর্মকর্তা বিধায় তাকে "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement)" দণ্ড আরোপের প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঁইয়া, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (প্রাক্তন পরিচালক) (টেলিকম) এবং প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), রংপুর (বিটিসিএল) ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ' এর অপরাধে একই বিধিমালায় ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৫ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-৯০০—গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার মামলা নং ১৩, তারিখ ০৮-০৮-২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, নগদ টাকা ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে নাশকতার উদ্দেশ্যে জনমনে আতংক সৃষ্টি ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি ক্ষতি সাধন এবং জঙ্গি কর্মপরিকল্পনা ঠিক রাখার লক্ষ্যে গোপন ষড়যন্ত্রে মিলিত হওয়ার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-৯০১—গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার মামলা নং ২৩, তারিখ ১১-১০-২০১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত ইসলামী বই, হাসুয়া, লাঠি ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র, প্ররোচনা প্রদান ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-৯০২—গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর থানার মামলা নং ৪৬, তারিখ ১৭-০৮-২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, মোবাইল ফোন, নগদ টাকা ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্য নাশকতার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র, প্ররোচনা প্রদান ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-৯০৩—গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর থানার মামলা নং ১০, তারিখ ১০-১০-২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নাশকতা ও জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-৯০৪—গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানার মামলা নং ১৮, তারিখ ১৫-০৯-২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত মাসিক পত্রিকা, ত্রিপল, মোমবাতি, স্যান্ডেল, নগদ টাকা, সীমসহ মোবাইল ফোন, অন্যান্য জব্দকৃত আলামত

পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে জনমনে আতংক সৃষ্টি ও উন্নয়নের গতিধারা ব্যাহত করার নিমিত্তে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করার উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠক ও ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

রাজনৈতিক অধিশাখা-৪
আদেশ

তারিখ : ৬ই পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং স্বঃ মঃ নির্বাচন-২০ (১)/২০০৮(রাজ-৪)-১১২৮—আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৯.১৮(অংশ-১)-৮১২, তারিখ ১৯-১২-২০১৮ এর সিদ্ধান্ত নং ২৯(১১)-এর নির্দেশনা এবং স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৯.১৮ (অংশ-১)-৮২১, তারিখ: ২০-১২-২০১৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ ও বৈধ অস্ত্র জমা প্রদান সংক্রান্ত The Arms Act, 1878 (Act XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করিল :

(১) আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে সকল বৈধ লাইসেন্সকৃত অস্ত্র সংশ্লিষ্ট থানায়/ট্রেজারিতে জমা প্রদান করিতে হইবে। জমাকৃত অস্ত্র আবশ্যিকভাবে ০৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থানায়/ট্রেজারিতে জমা থাকিবে।

(২) যাহারা এই আদেশ লংঘন করিবেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যথা :—

(ক) একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীগণ;

(খ) সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সহিত সম্পৃক্ত সকল বাহিনীর সদস্য;

(গ) বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি দপ্তর, আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং স্থাপনাসমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরী।

ব্যাখ্যা :—এই আদেশে "আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২-এ বর্ণিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বুঝাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুল জলিল
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-২
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৭১.০৬.০০১.১০(অংশ-২)-০৪—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৩-০২-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৬১.০০৬.০১.০০.০০১.-২৫০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের 'স্থায়ী কারিগরী কমিটি' নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন কর হলো :

(ক) **কমিটি গঠন :**

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) অধ্যাপক নাজমা শাহীন, অধ্যাপক ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩) ড. এস কে রয়, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্রেষ্টফিডিং ফাউন্ডেশন, মহাখালী, ঢাকা।

(৪) পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

(৫) অধ্যাপক ডা. এম এখলাসুর রহমান, প্রাক্তন পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

(৬) পরিচালক, নিপসম, মহাখালী, ঢাকা।

(৭) পরিচালক পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (INFS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৮) অধ্যাপক ডা. শহিদুল্লাহ, চেয়ারম্যান, বিএমডিসি।

(৯) পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN)।

(১০) পরিচালক, খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

(১১) বিভাগীয় প্রধান, প্রাণ রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১২) বিভাগীয় প্রধান, অ্যানথ্রোপোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৩) ড. তাহমিদ আহমেদ, বিভাগীয় প্রধান, পুষ্টি বিভাগ, আইসিডিডিআরবি, মহাখালী, ঢাকা।

(১৪) বিভাগীয় প্রধান, পুষ্টি বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, আজিমপুর, ঢাকা।

(১৫) ডা. মহসীন আলী, পুষ্টিবিদ (ফ্রি ল্যান্স)।

(১৬) চেয়ারম্যান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(১৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, মহাখালী, ঢাকা।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি হালনাগাদকরণ ও পুষ্টি জ্ঞান সম্প্রসারণ সভা, সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা আয়োজনে সহায়তা দান;

(২) দেশের পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিভিন্ন কারিগরি দিক পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সহায়তা দান;

(৩) পুষ্টি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান;

(৪) বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

(৫) স্থায়ী কারিগরি কমিটি প্রয়োজনবোধে পুষ্টি ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ২ জন বিশেষজ্ঞকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার
যুগ্মসচিব।

চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৯.০০.০০০০.১৪০.১৯.১৭৯.২০১৮(অংশ-১)-৬৩৭—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ৩০(চ) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কর্তৃক বিশ্ববিদ্যায়ের অর্থ কমিটি-তে আইন দ্বারা নির্ধারিত শর্তে জনাব মোঃ রেজাউল করিম হাওলাদার-কে আদেশ জারীর তারিখ থেকে ০২ (দুই) বছরের জন্য "হিসাব বিশারদ" ক্যাটাগরীতে সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহ আলম মুকুল
উপ-সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
নির্মাণ অধিশাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৯ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৫৬.১৫.০৩৫.১৮-৭৩১—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫৯.১৫.০১৫.১৮-২০৯ সংখ্যক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৬ এর ০৯-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৭.১৫৬.০১৫.৪৫.০২.১৩.২০০৯-৪৪৪ সংখ্যক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন শাখা-৩ এর ০৭-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের০৭.০০.০০০০.১৬৩.৪৫.০৩২.১২.-২৯৮, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ১৪-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৮.১৮-৬১২ সংখ্যক স্মারকসমূহের সম্মতি/সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগাধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান প্রকৌশলী পদটি ৩য় গ্রেড থেকে ২য় গ্রেডে উন্নীত করা হলো।

২। এই আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৪ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০১৭.১৬-০৯—যেহেতু বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল্লাহ এর বিরুদ্ধে কুমিল্লা জজশীপে সিনিয়র সহকারী জজ হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় বিগত ০১-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার এবং বদলির আদেশ অমান্য করে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগের দায়ে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০১/২০১৬ রুজুক্রমে তাঁর বরাবর অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী যথারীতি জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনোরূপ জবাব দাখিল না করায় উক্ত বিভাগীয় মোকদ্দমাটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তঅন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা, সাক্ষ্য প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" দণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৬) বিধি অনুযায়ী ২য় বারের মতো কারণ দর্শানোর নোটিশ যথারীতি জারি করা হয় এবং একইসাথে দুইটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনোরূপ লিখিত জবাব দাখিল না করায় তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগে দোষী সাব্যস্থক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" দণ্ড প্রদান করার

সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ যাচনা করা হলে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট সরকারের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল্লাহ-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগে দোষী সাব্যস্থক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো।

নং ১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০২২.১৬-১০—যেহেতু বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শরিফ হোসেন এর বিরুদ্ধে জামালপুর জজশীপে সহকারী জজ হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় বহিঃবাংলাদেশ শিক্ষা ছুটিতে বিগত ২৯-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের জন্য যুক্তরাজ্য গমন করে ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি থাকার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগের দায়ে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৭/২০১৬ রুজুক্রমে তাঁর বরাবর অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী যথারীতি জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনোরূপ জবাব দাখিল না করায় উক্ত বিভাগীয় মোকদ্দমাটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তঅন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা, সাক্ষ্য প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" দণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৬) বিধি অনুযায়ী ২য় বারের মতো কারণ দর্শানোর নোটিশ যথারীতি জারি করা হয় এবং একইসাথে দুইটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনোরূপ লিখিত জবাব দাখিল না করায় তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগে দোষী সাব্যস্থক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" দণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ যাচনা করা হলে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট সরকারের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ শরিফ হোসেন-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগে দোষী সাব্যস্থক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো।

নং ১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০২৪.১৬-১১—যেহেতু বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ এর বিরুদ্ধে বাগেরহাট জজশীপে সহকারী জজ হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় বিগত ০৮-০২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি থাকার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগের দায়ে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৫/২০১৬ রুজুক্রমে তাঁর বরাবর অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী যথারীতি জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনোরূপ জবাব দাখিল না করায় উক্ত বিভাগীয় মোকদ্দমাটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তঅন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা, সাক্ষ্য প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" দণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৬) বিধি অনুযায়ী ২য় বারের মতো কারণ দর্শানোর নোটিশ যথারীতি জারি করা হয় এবং একইসাথে দুইটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনোরূপ লিখিত জবাব দাখিল না করায় তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগে দোষী সাব্যস্থক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" দণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ যাচনা করা হলে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট সরকারের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা অভিযুক্ত জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ডিজারশন'র অভিযোগে দোষী সাব্যস্থক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ : ২০ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৩ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৬৭/২০১৮-২০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মাসুদ-উর-রহমান, পিতাঃ মরহুম আলহাজ্ব মোঃ মশিউর

রহমান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৭৩/২০১৮-২১—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ সাইফুল বাহার মজুমদার, পিতাঃ মোঃ শফিকুল বাহার মজুমদার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ: ২৫ পৌষ ১৪২৫/৮ জানুয়ারি ২০১৯

নং আর-৬/৭এন-৬৬/২০১৮-২৪—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব কানিজ ফাতেমা, পিতাঃ এ, কে, এম সফিউল্লাহ সরকার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত: তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৬৫/২০১৮-২৫—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন, পিতাঃ মরহুম মোঃ আবদুল লতিফ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৭১/২০১৮-২৬—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতাঃ মরহুম আব্দুস সালাম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৬৮/২০১৮-২৭—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নোয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব ফজলে আজিম তুহীন, পিতাঃ মরহুম মৌলভী সফি উল্যা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত: তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৬৪/২০১৮-২৮—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, পিতাঃ মোঃ হারুন অর রশিদ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত: তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৫৮/২০১৮-২৯—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম দুররানী, পিতাঃ মরহুম আলহাজ্ব ইসমাইল হোসেন দুররানী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত: তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৭৮/২০১৮-৩০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন, পিতাঃ মোঃ জুলহাস উদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত: তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ: ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-১৯৭/৮০(অংশ)-৩০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন, পিতা-মৃত রেহান উদ্দিন, মাতা-সুলতানী বেগম, গ্রাম-দক্ষিণ মজুপুর, ১০ নং ওয়ার্ড, ডাকঘর-লক্ষীপুর, উপজেলা-সদর, জেলা-লক্ষীপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লক্ষীপুর জেলা সদর পৌরসভার ০৮ ও ১০ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-০৬/২০০২-৩৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আজিজুল হক, পিতা-মোঃ রেজাউল করিম, মাতা-মোছাঃ মানিজা বেগম, গ্রাম-রঘুনাথপুর, ডাকঘর-পীরগঞ্জ, উপজেলা-পীরগঞ্জ, জেলা-ঠাকুরগাঁও। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ পৌরসভার ০৪ ও ০৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-০৬/২০০২-৩৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ রাজিউর রহমান, পিতা-মোঃ আসগর আলী, মাতা-মোছাঃ রওশনারা বেগম, গ্রাম-স্বথপালিগাঁও, ডাকঘর-পীরগঞ্জ, উপজেলা-পীরগঞ্জ, জেলা-ঠাকুরগাঁও। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ পৌরসভার ০৫ ও ০৮ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৭০/৮৩-৩৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব এরশাদ মিয়া, পিতা-মৃত ধলা মিয়া, মাতা-আলতা বানু, গ্রাম-লক্ষীপুর, ডাকঘর-লক্ষীপুর বাজার, উপজেলা-জামালগঞ্জ, জেলা-সুনামগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার ০৩ নং ফেনারবাঁক ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৬৪/২০১৪-৩৮—হিন্দু বিবাহ (নিবন্ধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব উল্লাস কান্তি দে, পিতা-অমলেন্দু দে, মাতা-শেফালী দে, গ্রাম-তালুকদার, ডাকঘর-পানছড়ি, উপজেলা-পানছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাবর্ত্য খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ : ০৯ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৬২/২০১৮-৫৯০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ ওয়াজ উদ্দিন, পিতাঃ মরহুম আব্দুল আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত: তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ ইং

নং বিচার-৭/২এন-৫০/২০০৪-৭১৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব সুহাইন হোসাইন, পিতা-হেমায়েত উদ্দিন, মাতা-আছিয়া বেগম, গ্রাম-উরফি, ডাকঘর-মানিকহার, উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ০৭ নং উরফি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করতে পারবে।।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫০/২০০৪-৭২০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব আব্দুল্লাহ, পিতা-মোয়াজ্জেম খান, মাতা-জুলেখা বেগম, গ্রাম-সিঙ্গারকুল, ডাকঘর-বর্ণি, উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি

দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ১৯ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্ত বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ পৌষ ১৪২৫/০২ জানুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৮.১৮-০১—ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৯৭(০৪)১৮ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত ডেটোনেটর, বোমা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জার, ব্যাটারী, মোবাইল সেট, ছোরা ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যে আসামীরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার উদ্দেশ্যে বোমা তৈরীর বিভিন্ন সরঞ্জামাদি নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৮.১৮-০২—ঢাকা জেলার সবুজবাগ থানার মামলা নং-০৩(১২)১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, লিফলেট, কম্পিউটার, ম্যাগাজিন ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যে আসামীরা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ও সমর্থক হয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করার জন্য লিফলেট বিতরণ করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

পরিকল্পনা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৬২.০২১.০১.১৭-০৩—পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত "বাংলাদেশ পুলিশের ডাটা সেন্টারের (Data Center) ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক ১১-২০ গ্রেড পর্যন্ত প্রকল্প চলাকালীন সময়ের জন্য জনবল নিয়োগের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হলো :

কর্মচারী নিয়োগ কমিটি :

সভাপতি

(ক) অতিরিক্ত ডিআইজি (ডেভেলপমেন্ট-২), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি।

(গ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি।

(ঘ) দেবাশিস কুমার দাস, সিনিয়র সহকারী প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(ঙ) প্রকল্প পরিচালক "বাংলাদেশ পুলিশের ডাটা সেন্টারের (Data Center) ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প।

২। কমিটি'র কার্যপরিধি : অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জনবল নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

দেবাশিস কুমার দাস
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ পৌষ ১৪২৫/০২ জানুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭-০৩—ঢাকা জেলার শাহবাগ থানার মামলা নং-৪১(১০)১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত পাসপোর্ট, নগদ টাকা, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে অর্থের বিনিময়ে বিদেশে মানব পাচার করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৩ পৌষ ১৪২৫/০৬ জানুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৮.১৮-০৬—বগুড়া জেলার সদর থানার মামলা নং-৫০, তারিখ : ১৩-১২-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে

প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনকে নতুনভাবে সংগঠিত করা এবং রাষ্ট্রে বড় ধরনের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৮.১৮-০৭—বগুড়া জেলার বগুড়া সদর থানার মামলা নং-০১, তারিখ : ০১-১০-২০১৭ খ্রিঃ এ জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী দেশের সম্পত্তি বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃংখলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ : ১৩ পৌষ ১৪২৫/২৭ জানুয়ারি ২০১৮

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.০১.০০৫.১৭-২২—যেহেতু, জনাব এস. এম. নজরুল ইসলাম, পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, চট্টগ্রাম এর অনুকূলে ১৭-১১-২০১৬ থেকে ০৭-১২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অথবা ভ্রমণের তারিখ হতে মোট ২১ দিনের বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং উক্ত ছুটি প্রাপ্ত হয়ে তিনি ২০-১১-২০১৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং উক্ত ২১ দিন ছুটি ভোগ শেষে ১১-১২-২০১৬ তারিখ স্বীয় কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য নির্ধারিত ছিল;

যেহেতু, উক্ত নির্ধারিত তারিখে স্বীয় কর্মস্থলে যোগদান না করে তিনি ছুটি বৃদ্ধির আবেদন করেন এবং যেহেতু পূর্বের মঞ্জুরিকৃত ছুটির সাথে ১১-১২-২০১৬ হতে ০৯-০১-২০১৭ পর্যন্ত আরো ০১ মাসের বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং উক্ত ছুটি ভোগ শেষে ১০-০১-২০১৭ তারিখে স্বীয় কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য নির্ধারিত থাকলেও তিনি কর্মস্থরে যোগদান না করে ১৭-০১-২০১৭ তারিখে অতিরিক্ত আরো ০৩ মাসের ছুটি বর্ধিত করার আবেদন করেন;

যেহেতু, অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে গত ১৫-০২-২০১৭ তারিখে ০৫ কর্মদিবসের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য তাকে নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তিনি উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কর্মস্থলে যোগদান না করে ২৮-০২-২০১৭ তারিখে বিনা বেতনে ০২ বছর অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করেন এবং তার উক্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে সরকারি কাজ দারুনভাবে ব্যাহত হয়;

যেহেতু, বিনা অনুমতিতে ১৩৩ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২(ডি) বিধি অনুযায়ী ডিজারশনের দায়ে তাকে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক গত ২৩-০৫-২০১৭ তারিখে তার ঠিকানায় যথানিয়মে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব এস. এম. নজরুল ইসলাম তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগনামার ভিত্তিতে জবাব প্রদান করে ডিজারশনের অভিযোগ সঠিক নয় এবং অমানবিক বলে উল্লেখ করেন;

যেহেতু, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবাব ও জবাবের সমর্থনে বিভিন্ন কাগজপত্র প্রেরণ করেন এবং তার জবাব ও প্রেরণকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযোগের বিষয়াবলি তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একজন যগ্মসচিব'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সৈয়দ বেলাল হোসেন (যুগ্মসচিব) তদন্তকরত: প্রতিবেদনে এ মর্মে মতামত দেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এস. এম. নজরুল ইসলাম, পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালায় ১৯৮৫ এর ২(ডি) বিধি অনুযায়ী 'ডিজারশন' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত ডিজারশনের অভিযোগ তদন্তকালে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে চাকরি হতে কেন বরখাস্ত করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব না দেওয়ায় তাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২(ডি) বিধি অনুযায়ী ডিজারশনের দায়ে দোষী সাব্যস্তপূর্বক তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে সরকার প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;

যেহেতু, জনাব এস. এম. নজরুল ইসলাম ২০১৫ সালের জাতীয় বেতনস্কেল অনুযায়ী ৪র্থ গ্রেডের একজন ননক্যাডার গেজেটেড কর্মকর্তা হওয়ায় গুরুদণ্ড কার্যকরের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব এস. এম. নজরুল ইসলাম, পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, চট্টগ্রাম-কে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালায় ১৯৮৫ এর ২(ডি) বিধি অনুযায়ী ডিজারশনের দায়ে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব এস. এম. নজরুল ইসলাম, পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২(ডি) বিধি অনুযায়ী ডিজারশনের অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ডিজারশনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সুপারিশের আলোকে উক্ত অভিযোগের দায়ে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিমতে তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব।